**[বাংলার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97" \o "বঙ্গ) ইতিহাস** বলতে অধুনা [বাংলাদেশ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6), [ভারতের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4) [পশ্চিমবঙ্গ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97), [ত্রিপুরা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE) এবং [আসামের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE) [বরাক উপত্যকার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%BE) বিগত চার সহস্রাব্দের ইতিহাসকে বোঝায়।[গঙ্গা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80) ও [ব্রহ্মপুত্র](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%A6) নদ এক অর্থে বাংলাকে [ভারতের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4) মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও [ভারতের ইতিহাসে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8) বাংলা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রাচীন [রোমান](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1) ও গ্রিকদের কাছে এই অঞ্চল [গঙ্গারিডাই](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%87) নামে পরিচিত ছিল। চার সহস্রাব্দ পূর্বে বাংলায় সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুরু হয়।প্রাচীন [গ্রিক](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95) ও [রোমান](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9) ভাষায় এই অঞ্চলকে গঙ্গারিডই নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [দক্ষিণ এশিয়ার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE) ইতিহাসে বাংলা সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন বাংলা কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল এবং বেশ কিছু প্রাচীন নগরের [বৈদিক যুগে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97) পত্তন এখানে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা [ভারত মহাসাগরে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0) অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। [পারস্য](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF), [আরব](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC) এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে বাংলার দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই অঞ্চল [মৌর্য](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF) ও [গুপ্ত](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4) সাম্রাজ্য সহ আরও অনেক ভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বাংলা বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক শাসকদের রাজধানী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রাচীন দুর্গ নগর গৌড়(কখনো একটি জনপদ রূপেও গড়ে উঠেছিল), বহু বছর ধরে বাংলার রাজধানী ছিল। (৮ম থেকে ১১ শতকে) বৌদ্ধ শাসক [পাল আমলে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF) এবং (১১ থেকে ১২ শতকের) হিন্দু শাসক [সেন আমলে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%82%E0%A6%B6) শাসনকালে বাংলার রাজধানী ছিল [গৌড়](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%A1%E0%A6%BC)। এই সময়ে [বাংলা ভাষা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE), সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা এবং স্থাপত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। ১৩ শতাব্দীর পর এই অঞ্চল মুসলমান সুলতান, [বারো ভুঁইয়া](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B_%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE) এবং হিন্দু রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। ১৬ শতকের শেষে এবং ১৭ শতকের শুরুতে [ঈশা খাঁ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A6%BE_%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%81) নামের একজন [মুসলিম রাজপুত](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4) বারো [ভূঁইয়াদের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%81%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE) নেতৃত্ব দেন।

[দিল্লি সালতানাত](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4) এবং [শাহী বাংলার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE) সুলতানদের সময়, ইউরোপবাসীরা বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাণিজ্যিক দেশ রূপে গণ্য করত| এরপর, [বাংলা মুঘলদের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%98%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF) অধিকারে চলে আসে। মুঘল আমলে বাংলা ছিল সবচেয়ে সম্পদশালী প্রদেশ। মুঘল আমলে, [সুবাহ বাংলা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE) সমগ্র সাম্রাজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ জিডিপি এর যোগান দিত। বাংলা সমুদ্রগামী জাহাজ ও বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।[মুঘল সাম্রাজ্যের](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%98%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1) মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) ১২ শতাংশ উৎপন্ন হত [সুবাহ বাংলায়](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE),যা সে সময় সমগ্র ইউরোপের মোট দেশজ উৎপাদনের চেয়ে অধিক ছিল।ক্রমে মুঘল শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে, মারাঠা আক্রমণের পর বাংলায় প্রায়-স্বাধীন [নবাবদের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC) শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বাংলা [ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF_(%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%A8)) শাসনে চলে যায়।

স্বাধীনতা দিবস হল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় দিবস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনকর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর ১৫অগাস্ট তারিখটি ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নেতৃত্ব আজাদ হিন্দ ফৌজ যে ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর আঘাত হানে , তাই ফলে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী অনুপ্রেরণা হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এই জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রধানত ভয় পেয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। মূলতঃ ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়লাভ করলেও , তাদের মনে মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভয় ডুকে গিয়েছিল। যার ফলে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব-মুহুর্তে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হয় এবং তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান অধিরাজ্যের জন্ম ঘটে। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। অনেক মানুষ প্রাণ হারান এবং ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হন। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর দিল্লির লাল কেল্লার লাহোরি গেটের উপর ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তদবধি প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং অন্যান্য অফিস-আদালতে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। কিন্তু এটি একটি জাতীয় ছুটির দিন হওয়ার দরুন সর্বত্রই পঠনপাঠন ও কাজকর্ম বন্ধ থাকে। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনোরকম সাহায্য লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের লেবার সরকার বুঝতে পারেই সেই পরিস্থিতে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তত বৃদ্ধি পায়। দাঙ্গা রোধে ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ভারতের তদনীন্তন ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ভীমরাও রামজি আম্বেডকর প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেন। হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি ভারতে ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে যুক্ত হয়; পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। লক্ষাধিক মুসলমান, শিখ ও হিন্দু শরণার্থী র্যাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবে শিখ অঞ্চলগুলি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। বাংলা ও বিহারে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি দাঙ্গার প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ২৫০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ লোক সীমান্তের দুই পারের দাঙ্গায় হতাহত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নতুন পাকিস্তান অধিরাজ্য জন্ম নেয়। করাচিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। মধ্যরাতে অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সূচিত হলে জওহরলাল নেহেরু তার বিখ্যাত নিয়তির সঙ্গে অভিসার অভিভাষণটি প্রদানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতীয় ইউনিয়নের জন্ম হয়। নতুন দিল্লিতে নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। মাউন্টব্যাটেন হন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। ১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানটি জাতীয় চ্যানেল দূরদর্শনের সাহায্যে সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। রাজ্য রাজধানীগুলিতেও পতাকা উত্তোলন সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজ নিজ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন। নানা বেসরকারি সংস্থাও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুল-কলেজেও পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এই উপলক্ষে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজপোষাক পরে শোভাযাত্রা করে।